ঝিনাইদহে স্ত্রী হত্যা মামলায় স্বামীর যাবজ্জীবন

ঝিনাইদহের মহেশপুরে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা মামলায় স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।

আজ সোমবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে অতিরিক্ত দায়রা জজ ২য় আদালতের বিচারক মোঃ আব্দুল মতিন এ দন্ডাদেশ প্রদাণ করেন। দন্ডিত মুনছুর আলী মহেশপুর উপজেলার কাজীর বেড় গ্রামের নেপাল মন্ডলের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০০৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর গরু ক্রয়ের জন্য মনছুর আলীর স্ত্রী মরিয়ম বেগম একটি এনজিও থেকে ঋনের টাকা উত্তোলন করে। সেই টাকা তার স্বামী চাইলে সে দিতে অস্বীকার করে। বাক-বিতন্ডার এক পর্যায়ে মনছুর আলী ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রী কে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। পরদিন নিহতের ছেলে সোহাগ আলী মহেশপুর থানায় বাদী হয়ে পিতার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করে। পুলিশ তদন্ত শেষে ওই বছরের ৯ নভেম্বর আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত মনছুর আলীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। জরিমানা অনাদায়ে আরও ৩ মাসের কারাদন্ড প্রদান করা হয়। দন্ডপ্রাপ্ত আসামী পলাতক রয়েছে।

ঝিনাইদহে স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে পিটিয়ে ও শ্বাসরোধ করে হত্যা মামলায় সাবেক স্বামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত।

মঙ্গলবার দুপুরে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ১ম আদালতের বিচারক মো. বাহাউদ্দিন আহম্মেদ এ দণ্ডাদেশ প্রদাণ করেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৬ সালের ২২ এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে ৭

টার সময় হরিণাকুন্ডু উপজেলার বৃত্তিরপোল গ্রামের লিপা খাতুনকে মুখে আঘাত ও শ্বাসরোধ করে হত্যা করে তার সাবেক স্বামী একই গ্রামের ঠান্ডু মন্ডল। এ ঘটনায় ওইদিন রাতে হরিণাকুন্ডু থানায় ঠান্ডুকে প্রধান আসামি করে ৩ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও ২/৩ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করে লিপার পিতা ফজলু মন্ডল।

তদন্ত শেষে ২০১৭ সালের ১৯ নভেম্বর ৩ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে তদন্ত প্রতিবেদক জমা দেয় পিবিআই। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে মঙ্গলবার প্রধান আসামি ঠান্ডুকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকার জরিমানা অনাদায়ে আরও ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেয় বিচারক। মামলার অপর দুই আসামিকে খালাস দেওয়া হয়েছে।